পোশাকের নিয়মাবলি

ইসলামে মানব জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগকে পরিশীলিত করার জন্য নানান বিধান সন্নিবেশিত করা হয়েছে। একজন মুসলিমের অভিবাদন কেমন হবে তার পোশাক কেমন হবে, মুসলিম হিসেবে তার মধ্যে কি ধরনের চিহ্ন বা লেবাস থাকা উচিত, ইসলামে এ সকল বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ইসলামে মুসলমানদের পোশাকের প্রতি যেমন গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তেমনি মুসলিমরা মুসলিম হিসেবে নিজেদের মধ্যে যে চিহ্ন প্রকাশ করবে, তার প্রতিও ইসলামে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আলোচনায় মুসলিমদের অভিবাদন, পোশাক এবং অন্যান্য লেবেল সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হবে।

সালাম

মানুষ একে অপরের কল্যাণ কামনা করে সে মুসলিম কিংবা অমুসলিম হোক। সালাম কল্যাণেরই একটি নমুনা।

প্রশ্ন আসতে পারে ইসলামে আসলে সালামের গুরুত্বটা কতটুকু।

শুরুতেই কুরআনে কয়েকটি আয়াতের উদ্ধৃতি দেয়া যায়–

وَاِذَا جَآءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ـ

অর্থ : আর যখন তারা আপনার নিকট আসবে যারা আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করে, তখন আপনি বলে দিন : তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। (সূরা আল-আনআম : ৫৪)

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَآ اَوْ رُدُّوْهَا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا ـ

অর্থ : আর তোমাদের জন্য যদি কেউ দোয়া করে, তাহলে তোমরাও তার জন্য দোয়া কর, তার চেয়ে উত্তম দোয়া কর অথবা তারই মত ফিরিয়ে বল। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে হিসাব-নিকাশ গ্রহণকারী।

(সূরা আন্ নিসা : ৮৬)

উপরুক্ত আয়াতসমূহ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় অভিবাদন বা সালাম-এর ক্ষেত্রে একজন মুসলমান যদি অপর মুসলমানকে 'আসসালামু আলাইকুম' বলে, তাহলে অপরজন এর উত্তরে বলবে, 'ওয়ালাইকুম আস্সালাম ওয়ারাহমাতুল্লাহ্ কিংবা কেউ যদি বলে, 'আস্সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ' তাহলে অপরজন সালামের উত্তরে বলবে, 'ওয়ালাইকুম আস্সালাম ওয়ারাহমাতুল্লাহ ওয়াবারাকাতুহু'। অর্থাৎ আল্লাহর দয়া, শান্তি, রহমত আপনার ওপর নাযিল হোক। কিংবা কেউ যদি আসসালামু আলাইকুম-এর উত্তরে শুধু ওয়ালাইকুম আস্সালাম বলে তবে উত্তরটা একটু বেশি আবেগ দিয়ে বলা উচিত, হৃদয়ের গভীর থেকে বলা উচিত। অতএব সালাম-এর উত্তর দিতে হবে অধিকতর উত্তম পন্থায় কিংবা অন্ততপক্ষে সমানভাবে।

তবে মুসলমানদের অনেকে আছেন যারা কোন প্রতিষ্ঠানের মালিক কিংবা উচ্চপদস্থ পদে আছে, তাদেরকে যখন তাদের অধীনস্থরা সালাম দেয় তখন তারা ওয়ালাইকুম সালাম বলে, কিংবা শুধু মাথা নাড়ায়, সালামের কোন উত্তরই এরা দেয় না। এই মুসলিমরা মূলত আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তায়ালার আদেশ অমান্য করছে।

অন্যান্য অভিবাদন

বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন ধরনের অভিবাদন প্রদ্ধতি প্রচলিত আছে। এসব অভিবাদনের মধ্যে সবচেয়ে প্রচলিত রীতি হলো ইংরেজিতে "Good Morning." আফ্রিকান ভাষায় এটাকে বলা হয়, 'খাইয়েমোরা আসাকাবানা'- চীনা ভাষায় বলে 'চাও সুং'।

এখন ধরা যাক আজকে বৃষ্টি দিন, একদম মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। এই অবস্থায় একজন লোক আরেকজনকে বললো, "Good Morning." বৃষ্টি হচ্ছে, রাস্তায় পানি জমে গিয়েছে আর লোকটি উত্তরে বলছে 'শুভ সকাল'। এখানে সকালটা শুভ বলা মানে কী?

আবার ধরা যাক কোন ইংলিশ স্কুলে টিচার সকালে স্কুলে আসার আগে স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করে বাসা থেকে বেরিয়েছেন। হয়তো স্কুলে আসতে আসতে গালাগালি দিচ্ছেন আর চিন্তা করছেন স্ত্রীর সাথে আর জীবনেও কথা বলবো না। কিন্তু তিনি স্কুলে এসে ক্লাসে ঢুকার সাথে সাথেই ছাত্রছাত্রী সাবাই মিলে বলে উঠবে "Good Morning Sir"-এই শিক্ষকের সকাল কি আসলেই শুভ ছিল?

অভিবাদনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অভিবাদন হল ইসলামি রীতিতে অভিবাদন, আস্‌সালামু আলাইকুম। হতে পারে সেদিন খুব বৃষ্টি হচ্ছে কিংবা স্ত্রীর সাথে বা বন্ধুর সাথে ঝগড়া হয়েছে। এরপরও 'আস্‌সালামু আলাইকুম' অর্থ 'আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক'– এটাই একমাত্র সঠিক পদ্ধতি।

আমাদের তরুণ সমাজের মাঝে আরেক ধরনের অভিবাদন পদ্ধতি প্রচলিত আছে। দুই বন্ধুর দেখা হলে তারা একজন আরেকজনকে বলে "Hi" উত্তরে অপর বন্ধুও বলে "Hi"। এদেরকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় এই "Hi" শব্দের অর্থ কি? তাহলে তারা কেউ বলতে পারবে না। স্থানীয় হিন্দী ভাষায় এই "হাই" শব্দের অর্থ আফসোছ করা। ইংরেজি "High" অর্থ উপরের অবস্থান। এছাড়া এই "হাই" এর আরেক অর্থ মাদকে আচ্ছন্ন হওয়া। তাহলে এই "Hi," শব্দটা অভিবাদন হিসেবে গণ্য করা যায় কি?

আরেকটি অভিবাদন প্রচলিত আছে 'Hello। Oxford Dictionary-তে এই Hello শব্দটার অর্থ দেয়া হয়েছে অনানুষ্ঠানিক অভিবাদন হিসেবে (Informal Greetings)। আরেকটা অর্থ বলা হয়েছে টেলিফোনে যেটা দিয়ে কথা শুরু করা হয়। এই শব্দটা প্রথম প্রচলন করে বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল, যিনি টেলিফোন আবিষ্কার করেছিলেন। ইতিহাস থেকে যতটুকু জানা যায় একবার গ্রাহাম বেল ঘর থেকে বের হচ্ছিলেন, আর এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। তখন কথাবার্তা শুরু করার জন্য তিনি বলেছিলেন 'Hello', যাতে অন্যপাশের লোক তার কথা শুনে কথা বলতে পারে আর তিনিও তাড়াতাড়ি বের হতে পারেন। এই Hello বলার প্রচলনটা শুরু হয়েছে তখন থেকে, আর এখন এটি প্রচলিত যদিও এর সঠিক অর্থ নেই।

অবাক না হয়ে পারা যায় না যখন দেখা যায় পশ্চিমা বিশ্বের লোকেরা যীশুখ্রিস্টের অভিবাদন ব্যবহার না করে এই Hello শব্দটা ব্যবহার করেন। বাইবেলের নিউটেস্টামেন্টে গসপেল অব লুক- এর ২৪ নং অধ্যায়ের ৩৬ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে–

সেই তথাকথিত ক্রুসিফিকশান-এর শিষ্যদের সাথে দেখা করতে যীশুখ্রিস্ট উপরের ঘরে গেলেন। তিনি তখন তাদেরকে অভিবাদন জানালেন, 'সালামালাইকুম।' যদি হিব্রু থেকে আরবি অনুবাদ করা হয় এর অর্থ দাঁড়ায় 'আস্সালামু আলাইকুম' অর্থাৎ আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় লোকজনকে আগে সালাম জানাতেন। নবীজির অনেক সাহাবী অনেক বার চেষ্টা করেছেন নবীজিকে আগে সালাম দিতে কিন্তু কখনই পারেন নি। নবীজি সব সময় আগে সালাম দিতেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) উল্লেখ করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– 'আরোহী আগে পথচারীকে অভিবাদন জানাবে আর পথচারী অভিবাদন জানাবে তাকে, যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। ছোট দল তার চেয়ে বড় দলকে আগে অভিবাদন জানাবে।

(সহীহ্ মুসলিমঃ খণ্ড- ৩, সালাম অধ্যায়, হাদীস- ৫৩৭৪)

আরো বলা হয়েছে–

'এটা প্রত্যেক মুসলিমের অধিকার তার ভাইদের কাছে যে অভিবাদনের উত্তর পাওয়া। (সহীহ্ মুসলিম, খণ্ড- ০৩, সালাম অধ্যায়, হাদীস- ৫৩৭৮)

মুমিনের তার ভাইয়ের কাছে যে কয়টি অধিকার আছে তার মধ্যে অন্যতম হল–

*** সালামের উত্তর দেয়া।**

*** হাঁচির উত্তরে– 'ইয়ারহামুকুমুল্লাহ' বলা।**

*** অসুস্থ কোন মানুষকে দেখতে যাওয়া।**

*** জানাযা শরিক হওয়া।**

অর্থাৎ একজন মুসলিম আরেকজন মুসলিমের সাথে দেখা হলে সালাম দিবে এবং সালাম-এর প্রতিউত্তর পাবে– এটা নবীজির নির্দেশ এবং কুরআনেরও স্পষ্ট নির্দেশনা। (সূরা আনআম ঃ ৫৪)

এখন, এটা কিভাবে সম্ভব যে আমরা নবীজির এই আদেশ (সালাম) মেনে চলবো যদি আমি বুঝতেই না পারি আমার সামনে যে লোকটা আছে সে একজন মুসলমান?

মুসলিমদের লেবেল

একটি কনফারেন্সের কথা চিন্তা করি। সাধারণত কোন কনফারেন্সে প্রতিনিধিরা বিশেষ ব্যাজ পরেন থাকেন। ব্যাজের মধ্যে তাদের নাম পদমর্যাদা কিংবা যে জায়গা থেকে তিনি এসেছেন সে জায়গার নাম লেখা থাকে। যদি কনফারেন্সটা হয় পেশাগত কোন দলের, তাহলে হয়ত ব্যাজে ব্যক্তির পেশা লেখা থাকতে পারে, যেমন– ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার অথবা অ্যাডভোকেট। ধরুন কনফারেন্সটা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের চিকিৎসাক্ষেত্র সম্পর্কে লেখা থাকবে। যেমন ঃ কার্ডিওলোজিস্ট বা হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ, নিউরোলোজিস্ট বা মস্তিষ্ক বিশেষজ্ঞ, ইউরোলোজিস্ট বা কিডনি বিশেষজ্ঞ, পেডিরোলোজিস্ট বা কিডনি বিশেষজ্ঞ, পেডিয়াট্রিসিয়ান বা শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ, গাইনোকোলোজিস্ট বা প্রসূতিরোগ বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি। এখন কারো যদি বুকে ব্যথা উঠে বা

সে যদি হৃদপিণ্ড সম্পর্কে জানতে চায় তবে সে স্বাভাবিকভাবেই ব্যাজ দেখে, যিনি কার্ডিওলোজিস্ট তার কাছে প্রশ্নটা করবেন। আবার কেউ যদি মস্তিষ্ক সম্পর্কে জানতে চায় সে প্রশ্ন করবে নিউরোলোজিস্ট-এর কাছে। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের ব্যাজটা তার পরিচিত হিসেবে কাজ করছে যেটা দেখে উক্ত চিকিৎসকের কাছে তার বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত প্রশ্ন করা হচ্ছে। সুতরাং লেবেল বা পরিচিতি কোন ব্যক্তির অনানুষ্ঠানিক পরিচয় বহন করে।

অনুরূপ মুসলিমদের একটা লেবেল থাকা প্রয়োজন যা দেখে সহজে বুঝা যাবে যে তিনি একজন মুসলমান। যেমন ঃ একজন মুসলমান যদি একটি ব্যাজ পরেন যেখানে الله (আল্লাহ) লেখা আছে অথাব লেখা আছে لا اله الا (লা ইলাহা আল্লালাহ্) তাহলে কোন ব্যক্তি তাকে দেখে বুঝতে পারবেন যে তিনি একজন মুসলমান। এমনও হতে পারে যে, কোন অমুসলিম ব্যক্তি সেই ব্যাজ দেখে ব্যাজ সম্পর্কে জানতে কৌতূহলী হল। সেক্ষেত্রে উক্ত মুসলমান ব্যক্তি তার অমুসলিম ভাইটিকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ারও সুযোগ পেয়ে যেতে পারেন। কিন্তু একজন মুসলিমের পক্ষে এভাবে সব সময় লেবেল হিসেবে ব্যাজ লাগিয়ে রাখা সম্ভব নয়। সুতরাং মুসলিমদের এমন একটা লেবেল থাকা উচিত যা মুসলিমরা বহু বছর ধরে অনুসরণ করে বা মেনে আসছে। আর তা হল দাড়ি রাখা এবং টুপি পরা। অর্থাৎ মুসলমানরা লেবেল হিসেবে দাড়ি রাখতে এবং টুপি পরতে পারেন।

দাড়ি রাখা

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, ইসলামে টুপি পরা ও দাড়ি রাখার প্রয়োজনীয়তাটা কতটুকু? আল্লাহ তাআলার দরবারে নিজেকে মুসলিম হিসেবে পরিচয় দেয়ার জন্য কি টুপি কিংবা দাড়ি রাখতেই হবে? উত্তরে বলা যায়, আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, তিনি সব জানেন। আল্লাহ তাআলার জন্য এটা জরুরি নয় যে কাউকে মুসলিম হিসেবে চিনতে হলে, তার দাড়ি ও টুপি দেখে চিনতে হবে। তিনি তো অন্তর্যামী। বরং এটা প্রয়োজন মানুষেরই জন্য। অর্থাৎ কাউকে দেখে যেন অন্যরা তাকে মুসলিম হিসেবে চিনতে পারে যখন দেখব তার দাড়ি আর টুপি আছে।

পবিত্র কোরআনে সরাসরি দাড়ি রাখা বা টুপি পরার ব্যাপারে কিছু বলা হয় নি। তবে কোরআনে একটি আয়াত আছে যেখানে দাড়ি সম্পর্কে বলা আছে। কোরআনে এসেছে,

মুসা (আ) তাঁর গোত্রের (গোষ্ঠির) কাছে ফিরে এসে যখন দেখলেন তাঁর গোত্র গোমরাহ হয়ে গেছে, তখন তিনি হারুন (আ)-কে প্রশ্ন করলেন এবং হারুন (আ) জবাব দিলেন।

قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ـ

অর্থ ঃ 'হে আমার মায়ের ছেলে! আমার দাড়ি ধরো না এবং আমার মাথার চুলও টেনো না।......'

(সূরা তাহা ঃ ৯৪)

অর্থাৎ এখানে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে মুসা (আ) তাঁর ভাই হারুন (আ)-এর দাড়ি ধরেছিলেন। অন্যকথায়, হারুন (আ) যিনি একজন আল্লাহর নবী; তাঁর দাড়ি ছিল। কিন্তু এ থেকে দাড়ি রাখার ব্যাপারে কোন সুস্পষ্ট হুকুম পাওয়া যায় না। তবে, কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে বলা হয়েছে,

'তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর।'

এবং দাড়ি রাখার ব্যাপারে হুকুম এসেছে সহীহ হাদীসে।

কোরআনের উপরোক্ত কথাটি উল্লেখ আছে, সূরা আলে ইমরানের ১৩২ নং আয়াতে, সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতে, সূরা মায়িদার ৯২ নং আয়াতে, সূরা আনফালের ১নং ২০ নং ও ৪৬ নং আয়াতে, সূরা নূরের ৫৪ নং ও ৫৬ নং আয়াতে, সূরা মুহাম্মদের ৩৩ নং আয়াতে, সূরা মুজাদিলার ১৩ নং আয়াতে, সূরা তাগাবুনের ১২ নং আয়াতসহ আরো কিছু সংখ্যক আয়াতে। যেখান থেকে স্পষ্ট যে, রাসূলের আনুগত্য করাটাও আল্লাহর আনুগত্য করার মতই জরুরি।

এখন হাদীসে এসেছে, নাফি (রা) উল্লেখ করেছেন, ইবনে উমার (রা) বলেন, আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

'পৌত্তলিকরা যা করে তোমরা তার বিপরীত কর। দাড়ি রাখ এবং গোঁফ ছোট করে রাখ।

এর পরের হাদীসে এসেছে, 'ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা গোঁফ ছোট করে কাট আর দাড়ি রাখ।'

(সহীহ বুখারী, খণ্ড- ৭, বুক অব ড্রেস, অধ্যায়- ৬৫, হাদীস নং- ৭৮১)

কিছু আলেমের মতে দাড়ি রাখা মুস্তাহাব এবং কারও কারও মতে সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। তবে অনেক আলেমের মতে যেহেতু আল্লাহ বলেছেন, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর, এ কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশ অনুসরণ করা ফরজ। সুতরাং দাড়ি রাখা মুসলমানদের জন্য ফরজ।

এখন দাড়ি রাখা ফরজ হোক বা মুস্তাহাব-ই হোক একজন প্রকৃত মুসলিম দাড়ি রাখবে, এটা মূল কথা এটাই স্বাভাবিক। কেউ যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবেসে দাড়ি রাখে, তাহলে ঐ দাড়িতে তাকে মানাক অথবা না মানাক সে সওয়াব পাবে। বরং যে দাড়ি রাখল অথচ তাকে দাড়িতে মানায় না সে আরও বেশি করে সওয়াব পাবে। প্রশ্ন হতে পারে, অমুসলিমরাও তো দাড়ি রাখে, তাহলে দাড়ি রাখলেই একজন ব্যক্তিকে কিভাবে মুসলিম হিসেবে সনাক্ত করা যাবে? উত্তর হল, যদি পৃথিবীর মানুষদের মধ্যে জরিপ করা হয়, তবে দেখা যাবে, দাড়ি ওয়ালাদের মধ্যে ৭৫ শতাংশের বেশি-ই হল মুসলিম। যেসব অমুসলিম দাড়ি রাখে তাদের দাড়িটা বিশেষ ধরনের হয়, এছাড়াও তারা তাদের বিশেষ ধর্মীয় চিহ্ন যেমন ক্রস, টিকা ইত্যাদি ব্যবহার করে যা দেখে চেনা যায় যে এরা অমুসলিম।

টুপি

এখন আসা যাক টুপির প্রসঙ্গে। টুপির প্রসঙ্গে কোরআনে কোন কথা আসে নি এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসেও এ ব্যাপারে সরাসরি কোন হুকুম আসেনি। সুতরাং টুপি পরা ফরজ নয়, তবে এটা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নত। হাদীসে এসেছে, ইবনে আব্বাস (রা) বলেন যে, নবীজি যখন এলেন তখন একটা কালো পাগড়ি পরলেন। (সহীহ বুখারী, খণ্ড-৭, বুক অব ড্রেস, অধ্যায়-১৬, হাদীস নং- ৬৯৮)

আনাস বিন মালিক (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বাইরে বের হতেন তখন তিনি কাপড়ের একটা অংশ দিয়ে মাথা ঢেকে রাখতেন।

– আরেক হাদীসে এসেছে,

আনাস বিন মালিক (রা) বর্ণনা করেন, যে বছর রাসূল (স) মক্কা বিজয় করেন, মক্কায় প্রবেশের সময় তার মাথায় ছিল শিরস্ত্রাণ।

(সহীহ বুখারী খণ্ড- ৭, বুক অব ড্রেস, অধ্যায়-১৭, হাদীস নং- ৬৯৯)

অর্থাৎ রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা মাথা ঢেকে রাখতেন। এ কারণে মাথা ঢেকে রাখা সুন্নাত। তা যেকোন কাপড় দিয়েও হতে পারে অথবা হতে পারে টুপি দিয়ে। তা ছাড়াও টুপি পরার বেশ কিছু উপকারিতা রয়েছে। যেমন, কোন অমুস লিম হয়ত কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল, সে কেন টুপি পরেছে? সেক্ষেত্রে ঐ অমুসলিমটিকে মুসলিম ব্যক্তিটি ইসলামের দিকে দাওয়াত দেয়ার একটা সুযোগও পেয়ে যেতে পারেন।

আগের দিনের লোকেরা টুপি পরা কাউকে দেখলে বুঝত যে সে একজন মুসলিম এবং সে বিশ্বস্ত। তাই তার ওপর তারা আস্থা রাখত। কিন্তু এখন কতিপয় মুসলমান নাম ধারীর অবাঞ্ছিত কর্মকাণ্ডের কারণে টুপি পরা লোকদের মাস্তান, জঙ্গি মনে করা হয়। কিন্তু কিছু মুসলিমের ভুলের জন্য টুপি বা দাড়ি ছেড়ে দেয়ার সুযোগ নেই। বরং টুপি পরে ও দাড়ি রেখে একজন ব্যক্তি যদি নিজের মুসলিম পরিচয় প্রকাশ করে এবং সততা, সত্যবাদিতা, আমানতদারিতার উদাহরণ স্থাপন করতে পারে, সেক্ষেত্রে এ ধরনের মুসলিমের সংখ্যা যত বাড়তে থাকবে, টুপি সংক্রান্ত এ বদনাম ততই দূর হয়ে যাবে এবং মুসলমানদের এই লেবেলের গৌরব পুনরুদ্ধার হবে।

মুসলমান হিসেবে পরিচয়ে দান

অনেক মুসলমান আছেন, যারা নিজেদের মুসলমান হিসেবে পরিচয় দিতে ভয় পান কারণ তারা ইসলাম সম্পর্কিত অমুসলিমদের ভুল ধারণা ও প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারেন না। এ ধরনের মুসলমানদের উচিত অমুসলিমদের কমন প্রশ্নগুলোর উত্তর জেনে নেয়া। তাহলে তারা মুসলিম হিসেবে পরিচয় দিতে ভয় তো পাবেন-ই না বরং অমুসলিমদের ইসলামের আদর্শের দাওয়াত দিতে তার জন্য সহজ হবে। নিজেদের পরিচয় প্রকাশের ব্যাপারে শিখ সম্প্রদায়ের ভূমিকা প্রশংসার দাবীদার। তারা সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়েও তাদের বিশেষ ধরনের পাগড়ি পরে থাকে ও দাড়ি রাখে। এগুলো হল তাদের লেবেল যা তারা পরে এবং এভাবে নিজেদের শিখ হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করে। এমন কি শিখরা যদি আর্মি, নেভি কিংবা জয়েন্ট ফোর্সে চাকরী নেয় সেখানেও তারা তাদের এই লেবেল ত্যাগ করে না। একটি ঘটনা এখানে বলা দরকার। একবার কানাডা সরকার পাগড়ি পরার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। তখন একজন শিখ পাগড়ি পরার জন্য কানাডা সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করে এবং মামলায় জিতে যায়। অর্থাৎ পাগড়ি পরে নিজের শিখ পরিচয় প্রকাশ করার জন্য সে সরকারের বিরুদ্ধে মামলা পর্যন্ত করে। অথচ অনেক মুসলিম নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করতে ভয় পান। এমন কি কোথাও চাকরি করতে গেলে যদি শর্ত থাকে যে দাড়ি রাখা যাবে না, তারা তখন দাড়ি কেটে ফেলেন, এ ধরনের ঘটনা খুবই দুঃখজনক।

বরং টুপি না পরলে এবং দাড়ি না রাখলে অর্থাৎ নিজের মুসলিম পরিচয় গো:পন করলে কেউ আপনাকে মুশরিক হিসেবেও প্রতিপন্ন করতে পারে। এ বিষয়ে একটি উদাহরণ দেয়া যায়, ধরা যাক একজন বয়স্ক ভদ্রলোক যিনি নিয়মিত নামাজ পড়েন, হজ্জ করেছেন, যাকাত দেন এবং রমজানে রোজাও রাখেন। এক তিনি একজন খাঁটি মুসলিম কিন্তু তিনি মাথায় টুপি পরেন না এবং তার মুখে দাড়ি নেই। অর্থাৎ তার ইসলামি লেবেল নেই। মনে

করুন লোকটি একদিন ফল কিনতে এক ফলের দোকানে গেল। ভদ্রলোকের আগেই জানা ছিল যে ফল বিক্রেতা একজন মুসলিম ছেলে। তাই ভদ্রলোকটি দোকানে যাওয়ার পর লোকটি তাকে সালাম না দেয়ায় তিনি বিস্মিত হলেন এবং এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। বিক্রেতাটি জবাবে বলল যে, সে ভেবেছিল লোকটি একজন হিন্দু, কারণ লোকটি মুখে দাড়ি কিংবা মাথায় টুপি নেই। অর্থাৎ বিক্রেতা লোকটিকে একজন মুশরিক মনে করল। – একজন মুসলিমের জন্য এর চেয়ে অপমানজনক আর কি হতে পারে যদি তাকে মুশরিক ভাবা হয়। একজন মুশরিকের প্রতিফল সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে–

'আল্লাহ শুধুমাত্র শিরকের গুনাহই ক্ষমা করেন না। এছাড়া অন্য যত গুনাহ আছে তা যার জন্য ইচ্ছে তাকে ক্ষমা করে দেন।

مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰىٓ اِثْمًا عَظِيْمًا

অর্থ : যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করেছে, সে তো বড় মিথ্যা তৈরি করল এবং বিরাট গুনাহ করল। (সূরা নিসা : ৪৮)

অন্য আয়াতে আছে,

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا ۔

অর্থ : আল্লাহ শুধু শিরকের গুনাহই মার্জনা করেন না। এছাড়া আর সব গুনাহই মার্জনা করে দেন, যার বেলায় তিনি ইচ্ছে করেন। যে আল্লাহর সাথে শরিক করল সে তো গোমরাহীতে লিপ্ত হল। (সূরা নিসা : ১১৬)

আবার সূরা মায়িদায় উল্লেখ করা হয়েছে,

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۗ وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ۗ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ النَّارُ ۗ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ۔

অর্থ : নিশ্চয়ই তারা কুফরী করেছে, যারা বলেছে, মসীহ ইবনে মার ইয়ামই আল্লাহ। আর মসীহ বলেছিলেন, হে নবী ইসরাঈল! আল্লাহর দাসত্ব কর, যিনি আমাদেরও রব, তোমাদেরও রব। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করে আল্লাহ তার জন্য বেহেশত হারাম করে দিয়েছেন। দোযখই তার (স্থায়ী) ঠিকানা। আর যালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই। (সূরা মায়িদা : ৭২)

উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে এটা স্পষ্ট যে, যদি কেউ শিরক করে এবং সে অবস্থায়ই মারা যায়, তবে সে নিশ্চিত জাহান্নামে যাবে।

এখন, ভদ্রলোকটির লেবেল না থাকার কারণে যদি তাকে মুশরিক মনে করা হয় তাহলে এর জন্য ছেলেটি নয় এবং ঐ লোকটিই দোষী সাব্যস্ত হবে। সুতরাং লেবেল দিয়ে যদি উদ্দেশ্য বা পরিচয় বুঝা যায় তাহলে সে লেবেলটাই থাকা উচিত।

মুসলিম মহিলাদের লেবেল

মুসলিম মহিলাদের লেবেল হল হিজাব। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

'(হে নবী!) মুমিন মহিলাদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের চোখ নিচু রাখে ও লজ্জাস্থানের হেফাযত করে এবং তাদের সাজসজ্জা যেন দেখিয়ে না বেড়ায়, ঐটুকু ব্যতীত যা আপনা-আপনি প্রকাশ হয়ে পড়ে। আর তারা যেন তাদের বুকের ওপর তাদের উড়নার আঁচল দিয়ে ঢেকে রাখে। তারা যেন তাদের সাজসজ্জা প্রকাশ না করে। তবে তাদের সামনে ব্যতীত- তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাই এর ছেলে, বোন এর ছেলে, ঘনিষ্ঠ চেনাজানা মহিলা, নিজেদের দাস, অধীনস্থ এমন পুরুষ যাদের অন্য কোন চাহিদা নেই এবং এমন অবোধ বালক, যারা মেয়েদের গোপন বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ। তারা যেন তাদের গোপনীয় সাজসজ্জা লোকদের জানানোর জন্য মাটির ওপর জোরে পা ফেলে চলাফেরা না করে। (হে মুমিনগণ!) তোমরা সবাই আল্লাহর দরবারে তাওবা কর। আশা করা যায় যে, তোমরা সফলকাম হবে।'

হিজাব পালনের নিয়মগুলো পবিত্র কোরআন ও হাদীসে বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। হিজাবের প্রধানত ৬টি নিয়ম। প্রথম নিয়মটি পুরুষ ও নারীর জন্য পৃথক এবং বাকি পাঁচটি উভয়ের জন্য সমান।

১. পুরুষ এবং নারীর হিজাবের বিস্তৃতি বা সীমা ঃ

পুরুষের জন্য নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত। নারীদের জন্য পুরো শরীরটাই ঢেকে রাখতে হবে শুধু মাত্র মুখ, হাতের কবজি এবং কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে পায়ের পাতা ছাড়া। আবার, অপর একদল বিশেষজ্ঞের মতে, মুখমণ্ডল এবং হাতের কবজিও হিজাবের অন্তর্ভুক্ত।

২. পোশাক এমন আঁটসাঁট হবে না যাতে, শরীরের কাঠামো স্পষ্ট বুঝা যায়।

যেমন ঃ পুরুষদের স্কীন টাইট জিনস পরার অনুমতি নেই।

৩. পোশাক এমন স্বচ্ছ হওয়া যাবে না যাতে শরীরের কাঠামো স্পষ্ট দেখা যায়। যেমন ঃ জর্জেট বা এ ধরনের কোন কাপড় দিয়ে তৈরি পোশাক পরা যাবে না।

৪. পোশাকটা এমন আকর্ষণীয় হবে না যাতে বিপরীত লিঙ্গের কারো আকর্ষণ হয়।

৫. অবিশ্বাসীদের বিশেষ কোন চিহ্ন বুঝায় এমন কোন পোশাক বা লেবেল পরা যাবে না। যেমন ঃ ক্রুশ, যা খ্রিষ্টানদের একটি প্রতীক; কপালে ওম লেখা, মাথার টিকা, যা হিন্দু-ইজমের প্রতীক।

৬. এমন পোশাক পরা যাবে না যা বিপরীত লিঙ্গের পোশাকের মত। যেমন ঃ পুরুষদের এক কানে দুল পরার অনুমতি ইসলামি শরিয়ায় নেই।

নারীদের হিজাবের এ ধরনের নিয়মের কারণ কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি থেকে জানা যায়।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ـ

অর্থ ঃ হে নবী! আপনার স্ত্রী কন্যাদের এবং মুমিন মহিলাদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের চাদরের এক অংশ তাদের ওপর ঝুলিয়ে দেয়। এটা বেশি সঠিক নিয়ম, যাতে তাদেরকে চিনে নেয়া সহজ হয় এবং তাদেরকে কষ্ট দেয়া না হয়। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। (সূরা আহযাব ঃ ৫৯)

আয়াতটি একটি উদাহরণের সাহায্যে বুঝানো যেতে পারে। ধরা যাক, কোন পরিবারে দু'জমজ বোন আছে। তারা উভয়ই খুবই সুন্দর। এখন তারা যদি মুম্বাই-এর কোন একটি রাস্তায় এ অবস্থায় হেঁটে যায় যে, তাদের একজন পূর্ণাঙ্গ হিজাব পরিহিত এবং অপরজন পরেছে একটি মিনি স্কার্ট এবং এমতবস্থায় যদি রাস্তায় কোন মাস্তান বখাটে ছেলে দাঁড়িয়ে থাকে মেয়েদের উত্যক্ত করবার জন্য, তাহলে, ঐ ছেলেটি কোন মেয়েটিকে উত্যক্ত করবে? স্বাভাবিকভাবেই বখাটেটি ঐ মেয়েকেই উত্যক্ত করবে যে মিনি স্কার্ট পরে আছে। এ কারণেই পবিত্র কোরআনে নারীদের হিজাব পালন করতে বলা হয়েছে যেন তাদেরকে কেউ উত্যক্ত না করে সম্মানের হানি না করে।

অবশ্য কোন কোন মুসলিম নারী এ ধরনের অযুহাত দেখাতে পারেন যে, তারা যখন মাথায় স্কার্ফ পরেন বা চাদর দিয়ে গা ঢেকে রাখেন কিংবা হিজাব পরেন তখন তাদের দিকে অন্যরা তাকিয়ে থাকে এবং এভাবে বিনা কারণে দৃষ্টি আকর্ষণ হচ্ছে।

এর উত্তর হল, এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। কেননা তিনি এমন পরিবেশে হিজাব পরেছেন যেখানে অধিকাংশ হিজাব পরেনি। এক্ষেত্রে কোন পুরুষ হিজাব পরিধানকারী কোন নারী দিকে তাকায় শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে, লোলুপ দৃষ্টিতে নয়। বরং পুরুষরা স্কার্ট আর মিনি পরা নারীর দিকেই লোলুপ দৃষ্টিতে তাকায়।

হিজাব পরিধানের ক্ষেত্রে, বোরকাটা কালোই হতে হবে এমন কোন বিধান নেই। ইসলামি শরিয়ার কোথাও একথা বলা হয় নি। বিপরীত লিঙ্গকে আকর্ষণ না করার শর্তে, বোরকা যেকোন রঙেরই হতে পারে, তা বাদামি, নীল বা সাদা রঙের বোরকা যাই হোক।

নামের পদবি

এখন আসা যাক নামের পদবি প্রসঙ্গে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তিনি কখনও পরিবারের পদবি বদলাতে বলেননি। কারণ পরিবারের পদবি বংশের পরিচয় বাহক। ইসলামে বংশের পরিচয়টা গুরুত্বপূর্ণ।

এমন অনেক মুসলিম আছেন যাদের নামের পদবিটা অমুসলিমদের মত। বিশেষ করে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানদের এ ধরনের পদবী পাওয়া যায়। যেমন ঃ কোনকানী অঞ্চলের মুসলিম ও হিন্দু উভয়ের নামেই ঠাকুর, প্যাটেল, গাভাস্কার ইত্যাদি উপাধি বা পদবি পাওয়া যায়। অনুরূপ গুজরাট অঞ্চলে আছে শাহ, দেশাই ইত্যাদি। এক্ষেত্রে পদবি দেখে বুঝার উপায় থাকে না যে লোকটি মুসলমান নাকি হিন্দু। তবে পদবি দেখে লোকটি কোন এলাকার তা বুঝা যায়। এ কারণে, কারো নামের পদবিটা অমুসলিমদের মত হলে কোন সমস্যা নেই। তবে তাদের নামের প্রথম অংশটা এমন হয় যাতে সহজে চেনা যায় তিনি মুসলমান। যেমন ঃ আবদুল্লাহ, সুলতান, মুহাম্মদ, জাকির ইত্যাদি। কিন্তু এক ধরনের সুবিধাবাদী মুসলিম আছে, যাদের নমের পদবিটা অমুসলিমদের মত যেমন ঠাকুর বা প্যাটেল, তারা পরিস্থিতির সুবিধা নিতে চান। ধরি, কারও নাম মুহাম্মদ নায়েক। সে যদি একজন সুবিধাবাদী মুসলিম হয়, তবে সে কোন মুসলিমের সাথে দেখা হলে পরিচয়ে তার পুরো নাম বলবে অর্থাৎ মুহাম্মদ নায়েক বলবে। কিন্তু কোন অমুসলিমের সাথে দেখা হলে পরিচয়ে বলবে এম. নায়েক। এক্ষেত্রে এম. নায়েক বলতে মনোয়ার নায়েক বা মনোজ নায়েক দুইই হতে পারে। অর্থাৎ যেন নাম শুনে বুঝা না যায় যে সে মুসলিম না কি অমুসলিম এবং এভাবে সে পরিস্থিতির সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করে। সে ব্যবসায়ী হলে এভাবে হয়ত সে মুসলিম,

অমুসলিম দুই ধর্মের কাস্টমার-ই বেশি পরিমাণে পাবে। কিন্তু এভাবে পরিচয় গোপন করা এক ধরনের প্রতারণা। অথচ, ইসলামে প্রতারণা নিষিদ্ধ।

সুতরাং নামের পদবিটা, কিংবা নামটাও যদি অমুসলিমদের মত হয় কোন সমস্যা নেই, তবে নামকে গোপন করে সুবিধা নেয়ার সুযোগ ইসলাম সমর্থন করে না। একজন মুসলিমের জন্য তার মুসলমান পরিচয় গর্ব বোধ করা উচিত এবং উচিত ইসলামি লেবেল পরিধান করা।

লেবেলের উপকারিতা

স্কুলের বিশেষ ইউনিফর্ম থাকে, যা দেখলে বুঝা যায় যে সে কোন স্কুলের ছাত্র। যেমন ঃ ভারতের সেন্ট পিটার্স স্কুলের ইউনিফর্ম হল ছাইরঙ্গা প্যান্ট আর সাদা শার্ট। কারো পরনে এ ধরনের পোশাক থাকলে সাথে সাথে বুঝে যাবেন সে সেন্ট পিটার্স স্কুলের ছাত্র। এমনিভাবে Islamic Research Foundation তথা IRF এরও একটি নির্দিষ্ট ইউনিফর্ম বা লেবেল আছে। আর তা হল দাড়ি ও টুপি। ইসলামের লেবেলটাকে IRF তার লেবেল হিসেবে বেছে নিয়েছে। যারা শিক্ষানবিস চিকিৎসক তারা পাস করার আগ পর্যন্ত তাদের নাম যাই থাকুক পাস করার পর তার নামের আগে ডা. শব্দটি বসে। যেমন ঃ মি. নায়েক থেকে ডা. নায়েক। এটি একটি সম্মানজনক পদবি। কারও নামের আগে ডাক্তার শব্দটা শুনলে মানুষ বুঝতে পারে তার কাছে চিকিৎসার জন্য যাওয়া যাবে।

সুতরাং যদি লেবেল দিয়ে উদ্দেশ্য বোঝা যায় তবে সেটাই পরা উচিত। একজন মুসলিমের নিজের মুসলিম পরিচয়কে গর্ব হওয়া উচিত। হতে পারে, একজন মুসলিম যদি, দাড়ি রাখে এবং টুপি পরে তাহলে কোন ব্যক্তি যার আধ্যাত্মিক সাহায্যের প্রয়োজন সে ঐ লোকটির কাছেই যাবে, যার মাথায় টুপি এবং মুখে দাড়ি আছে।

ইসলামি লেবেল পরলে আল্লাহ ও রাসূলকে মানার কারণে আপনি তো সওয়াব পাবেনই এবং সাথে সাথে এই লেবেলের অন্যান্য উপকারিতাও আপনি পাবেন। যেমন ঃ কোন মুসলমান যদি এমন এলাকায় যায় যেখানে সে নতুন এবং তখন নামাজের সময় এসে যায়। এক্ষেত্রে ঐ লোক মসজিদের ঠিকানা তার কাছেই জিজ্ঞেস করবে যাকে সে দেখামাত্রই মুসলিম বলে বলে করবে। অর্থাৎ সে দাড়ি ও টুপিওয়ালা কোন ব্যক্তির কাছেই মসজিদের ঠিকানা জিজ্ঞেস করবে। আবার, ঐ ব্যক্তি যদি এমন কোন জায়গায় যায় যা অমুসলিম অধ্যুষিত এবং যেখানে হালাল খাবারের সন্ধান পাওয়াটা মুশকিল। সেক্ষেত্রেও ব্যক্তিটি এমন একজন লোককেই বেছে নেবে যার দাড়ি আছে এবং যিনি টুপি পরেন ফলে তাকে মুসলিম বলে মনে হয়।

ইসলামি লেবেলের আরেকটি উপকার হল, কোন বাড়িতে যদি এমন কোন পোস্টার টানানো থাকে যেখানে আরবিতে লেখা هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ বা رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا অথবা اَللّٰهُ اَكْبَرُ তাহলে সহজে বুঝা যাবে এটি একটি মুসলিম পরিবার। কোনো অফিসের দেয়ালে অনুরূপ কোন পোস্টার, যাতে কোরআনের আয়াত বা কোন দোয়া লেখা আছে, দেখলে বুঝা যায় যে এই অফিসের মালিক একজন মুসলমান। এমনিভাবে কোন গাড়িতে যদি بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ লেখা স্টীকার লাগানো থাকে, তাহলে বুঝা যাবে গাড়িটি একজন মুসলমানের। এসব ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির যদি একজন মুসলিম ভাইয়ের সাথে দেখা করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তাহলে সে সহজেই তাকে খুঁজে পাবে।

আবার এরকম লেবেলও আছে যার কারণে কোন দোয়াও শেখা সম্ভব হতে পারে। যেমন : কোন গাড়িতে যদি এ ধরনের মেশিন লাগানো থাকে যে গাড়ি চালু করার সাথে সাথে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিখিয়ে যাওয়া দোয়া, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, সুবহানাল্লাহ আল্লাহুম্মা সাখখারালানা হাজা ওয়ামা কুন্না লাহু মুকরিনিন' চালু হয় এবং দোয়াটি বারবার পুনরাবৃত্তি হতে থাকে, সেক্ষেত্রে দোয়াটি যার মুখস্থ নেই তার শেখা হয়ে যাবে। প্রযুক্তির কল্যাণে এ ধরনের আরও অনেক নতুন লেবেল আসছে। এছাড়াও কোন অমুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় যদি একটি শহর থাকে যেখানে বিভিন্ন বিল্ডিং-এর নাম আল-মদিনা, আল মাক্কাহ, আরাফাত ইত্যাদি, সেক্ষেত্রে সহজেই বুঝা যায় যে এটি একটি মুসলিম নগরী।

এভাবে মুসলিম পরিচয় দেয়া সর্বোত্তম এবং নিজের মুসলিম পরিচয় প্রকাশ করতে ভয় পাওয়া উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে একজন মুসলিম নিজেকে মুসলিম পরিচয় দিতে হীনমন্যতার পরিচয় কেবল মাত্র তখনই দিতে পারে যখন তার মনে এ কথাটি গেঁথে না যায় যে ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনদর্শন।

কিন্তু যদি কেউ ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে জানে, এর নির্দেশগুলো মানে এবং নিজেকে মুসলিম বলে পরিচয় দেয় তবে সে প্রতিটি ক্ষেত্রেই সাফল্য লাভ করবে ইনশাআল্লাহ। কোরআনে এসেছে,

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا -

অর্থ : 'সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসৃত, মিথ্যার পতন অবশ্যম্ভাবী।' (সূরা ইসরা- ৮১)

প্রশ্নোত্তর পর্ব

প্রশ্ন : ডা. আবু বকর তাহের : ১৯৯৩ সালের Riot-এর সময় যারা ইসলামের লেবেল বা লেবাস লাগাতো তাদেরকে খুঁজে বের করে মেরে ফেলা হত। সুতরাং যে অবস্থায় ইসলামের লেবেল লাগালে জীবনের প্রতি হুমকি আসে ঐ অবস্থায় ইসলামের লেবেল লাগানো কি উচিত হবে?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক : সব নিয়মেরই কিছুটা ব্যতিক্রম থাকে। অনুরূপ ইসলামে ও আছে তাই ইসলামি শরিয়াহ- ও সেই সুযোগ দেয় যে জীবনের প্রতি হুমকি হলে নিয়মের ব্যতিক্রম করা যাবে। যেমন : কোন অমুসলিম যদি কোন মুসলমানের মাথায় বন্দুক ধরে এবং জিজ্ঞেস করে সে কি মুসলিম না অমুসলিম। সেক্ষেত্রে ঐ মুসলমানের জন্য নিজেকে অমুসলিম বলা গোনাহ-এর কারণ হবে না। সুতরাং কোন অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলকায় যদি Riot হয়, সেখানে কোন মুসলিম তার জীবন বাঁচাতে নিজের মুসলিম পরিচয় গোপন করে ইসলামি লেবেল খুলে ফেলতে পারবে। তবে এ অবস্থায় কেউ যদি নিজের লেবেল না খোলার কারণে নিহত হয়, সে শহীদ হিসেবে গণ্য হবে।

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

অর্থ : তোমরা মৃত প্রাণীর রক্ত, শূকরের গোশত খাবে না এবং এমন সব জিনিসও খাবে না যার (জবাই এর) ওপর আল্লাহ ছাড়া আর কারও নাম নেয়া হয়েছে। অবশ্য কেউ যদি খুব বেশি সমস্যায় পড়ে যায়, সে যদি ঐসব

জিনিস থেকে কিছু খায়, কিন্তু তার যদি আইন ভঙ্গ করার ইচ্ছা না থাকে এবং ঠেকা পরিমাণের বেশি না খায়, তাহলে তার কোন গুনাহ হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়। (সূরা বাকারা ঃ ১৭৩)

সূরা আনআমের ১৪৫ নং, সূরা মায়িদার ৩ নং এবং সূরা নাহলের ১১৫ নং আয়াতেও একই কথা বলা হয়েছে। এ আয়াতগুলো থেকে জানা যায় যে, শূকরের গোশত খাওয়া হারাম। কিন্তু কোন মুসলমান যদি এমন কোন স্থানে যায় যেখানে শূকরের গোশত ছাড়া আর কোন খাবার নেই এবং ঐ জায়গায় গোশত না খেলে জীবন ও মৃত্যুর প্রশ্ন এসে দাঁড়াবে তাহলে সেখানে ততটুকু পরিমাণ শূকরের গোশত খাওয়া যেতে পারে যতটুকু না খেলে একজন মানুষ বাঁচে না।

সুতরাং এখান থেকে দেখা যায় যে, ইসলামি শরিয়াহ যেসব ক্ষেত্রে জীবন ও মৃত্যুর প্রশ্ন আসে সেসব ক্ষেত্রে ছাড় দিয়েছে।

প্রশ্ন ঃ আজম নায়েব ঃ কোন অমুসলিমকে কি আসসালামু আলাইকুম বলা যাবে? অথবা, কোন অমুসলিম সালাম দিলে কি তার জবাবে ওয়া আলাইকুমুসসালাম বলা যাবে?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ অমুসলিমদের সালামের জবাব প্রসঙ্গে কোন কোন বিশেষজ্ঞের মত হচ্ছে, যদি তারা আসসা মু আলাইকুম বলে তবে তাদের সালামের উত্তরে বলতে হবে আলাইকুম। তারা তাদের মতের দলিল হিসেবে সহীহ মুসলিমের তৃতীয় খণ্ডের সালাম অধ্যায়ের ৫৩৮০ থেকে ৫৩৯০ পর্যন্ত ১১টি হাদীসকে উপস্থাপন করে, যেখানে এ ব্যাপারে ইঙ্গিত আছে। প্রথম দিককার হাদীসগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, যদি ইহুদিরা বলে আসসা মু আলাইকুম অর্থাৎ আপনি মৃত্যুমুখে পতিত হোন। তখন তাদের জবাব নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে বলেছেন, আলাইকুম অর্থাৎ আপনাদের ক্ষেত্রে সেটাই হোক। অর্থাৎ যদি কোন অমুসলিম জেনেশুনে আপনার অকল্যাণ কামনা করে বলে আসসালামু আলাইকুম আপনি তাদের বলবেন আলাইকুম অর্থাৎ আপনাও তাই হোক। ঐ বিশেষজ্ঞগণের অভিমতও এই।

তবে, কোরআনে আল্লাহ তায়ালা সূরা নিসায় বলেন, 'যখন কেউ তোমাদেরকে সম্মানের সাথে সালাম দেয়, তখন তোমরা এর চেয়ে আরও ভালভাবে সালামের উত্তর দাও। অথবা, কমপক্ষে ঐভাবেই দাও (যেভাবে সে দিয়েছে)। আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের হিসাব নিয়ে থাকেন।' (সূরা নিসা ঃ ৮৬)

সুতরাং কোরআনের এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কোন অমুসলিমের অভিবাদনের উত্তরে অনুরূপভাবে বা তার চেয়ে আরও উত্তমভাবে অভিবাদন জানানো যাবে।

এখন অমুসলিমদের সালাম দেয়ার ব্যাপারে কোরআন ও হাদীসের বক্তব্য কি তা জেনে নেয়া যাক। পবিত্র কোরআনের সূরা মারিয়মে বলা হয়েছে যে, ইবরাহীম (আ) তাঁর মুশরিক বাবাকে সালাম দেন এবং আল্লাহর কাছে তাঁর জন্য মাপ চান।

قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّىْ اِنَّهٗ كَانَ بِىْ حَفِيًّا ـ

অর্থ ঃ ইবরাহীম বললেন, আপনাকে সালাম। আমার প্রভুর দরবারে আপনার জন্য গুনাহ মাফ চাইব। আমার প্রভুর আমার ওপর বড়ই মেহেরবান। (সূরা মারিয়ম- ৪৭)

সূরা ত্বো'হার ৪৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে,

فَأْتِيٰهُ فَقُوْلَا اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنٰكَ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ وَالسَّلٰمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى ـ

অর্থঃ মুসা (আ) এবং হারুন (আ) কে আল্লাহ নির্দেশ দিলেন, যখন ফেরাউন ও অন্যান্যের কাছে যাবে তখন বলবে শান্তি তাদের প্রতি যারা সৎ পথ অনুসরণ করে।

এর অনুসরণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অমুসলিমদের কাছে লিখিত চিঠিতে লিখিয়েছিলেন যে, শান্তি তাদের প্রতি যারা সৎ পথ অনুসরণ করে। আর সূরা ফুরকানের ৬৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ـ

অর্থঃ রাহমানের (আসল) বান্দাহ তারাই, যারা জমিনে নম্র হয়ে চলাফেরা করে। আর মন্দ লোকেরা যখন তাদের সাথে কথা বলে তখন তারা তাদেরকে 'সালাম' দিয়ে (বিদায় করে)।

সূরা কাসাসের ৫৫ নং আয়াতে আছে,

وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ وَقَالُوْا لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِى الْجٰهِلِيْنَ ـ

অর্থঃ যখন তারা (মুসলিম) কোনো মন্দ কথা শুনেছে, তখন তা থেকে এ কথা বলে সরে গিয়েছে, আমাদের কর্ম আমাদের জন্য, আর তোমাদের কর্ম তোমাদের জন্য, তোমাদের প্রতি সালাম, আমরা জাহিলদের মধ্যে শামিল হতে চাই না।

অর্থাৎ, কোরআন তাদেরকেও সালাম দিতে বলছে যারা ইসলামের বিপক্ষে কথা বলে। সুতরাং অমুসলিমদের সালাম দিতে কোনো সমস্যা নেই। তাফসীর গ্রন্থগুলো পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ আলেম বলেছেন, সালাম একটা অভিবাদন এবং তা অমুসলিমদেরও দেয়া যেতে পারে। সালাম সৌজন্যতারও বহিঃপ্রকাশ।

পূর্বোক্ত সূরা মারিয়মের ৪৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় কুরতুবী তাবরীর বরাত দিয়ে তার তাফসীরে বলেছেন যে, এখানে সালাম অর্থ হল শান্তি। সুতরাং মুসলিমদের জন্য এটা জায়েজ যে তারা অমুসলিমদের সালাম দিতে পারবে। নাকামাও অনুরূপ অভিমত দিয়েছেন। কুরতুবীর বরাত দিয়ে ওয়াইনা উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় সূরা মুমতাহিনার ৮নং ও ৪২ আয়াতের উল্লেখ করেন।

সূরা মুমতাহিনার ৮নং আয়াতে আছে,

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ـ

অর্থঃ যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে নি এবং তোমদেরকে বাড়িঘর থেকে বিতারিত করেনি, তাদের সাথে ভাল ব্যবহার ও ইনসাফ করতে আল্লাহ নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদের পছন্দ করেন।

সূরা মারিয়মের ৪নং আয়াতে এসেছে, 'তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাঁর সাথীদের মধ্যে এক সুন্দর আদর্শ আছে....... ।'

আয়াতদ্বয় থেকে ওয়াইনার ব্যাখ্যা মতে, ইবরাহীম (আ) যদি তার মুশরিক পিতাকে সালাম দিতে পারেন তাহলে মুসলিমদের জন্য ও জায়েজ আছে যে তারা অমুসলিমদের সালাম দেবে।

ইবনে মাসউদ (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, অমুসলিমদের সালাম দিয়ে অভিবাদন জানানো যায় কিনা? তিনি উত্তরে বলেছিলেন ঃ হ্যাঁ। তিনি নিজে তাঁর সাথীদের সাথে এমনই করেছিলেন এবং বলেছিলেন আমরা শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এসেছি। এছাড়া আবু উসামা (রা) ও অমুসলিমের সালাম দিতেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আলেমদের এক অংশের মতে সালাম দেয়া যাবে। আমি বিশেষজ্ঞদের এই অংশের সাথে একমত। অর্থাৎ আপনি অমুসলিমদের সালাম দিতে পারবেন এবং তাদের সালামের জবাবও অনুরূপ বা তার চেয়েও ভালোভাবে দিতে পারবেন।

প্রশ্ন ঃ জনৈক প্রশ্নকারী ঃ আমরা জানি, টাই খ্রিষ্টানদের প্রতীক, মুসলমানদের জন্য টাই পড়ার অনুমতি আছে কি?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ অনেক মুসলিম আছে যারা মনে করে টাই হল ক্রসের প্রতীক। কিন্তু তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ঘটলে দেখা যায় যে, খ্রিষ্টানদের কোন ধর্মগ্রন্থেই এ কথা নেই যে, টাই ক্রসের প্রতীক।

হাদীস অনুসারে মুসলমানরা এমন কোন পোশাক পড়বে না যে পোশাক অমুসলিমদের কোন বিশেষ প্রতীকের মত হয়। বাইবেলের কোথাও একথা নেই যে টাই ক্রসের প্রতীক। বরং এটি একটি কালচারাল পোশাক। বিশেষজ্ঞদের মতে, শীত প্রধান দেশের লোকেরা টাই পরে তাদের পোশাক আটকে রাখত এবং সেখান থেকেই টাইয়ের প্রচলন শুরু হয়।

এক দল মুসলমান আছেন যারা পশ্চিমা সংস্কৃতি পছন্দ করেন না এবং পশ্চিমাদের সবকিছুতেই প্রতিবাদ করেন। তবে আমার মতে আমাদের উচিত পশ্চিমাদের যে দিকগুলো খারাপ সেগুলোর বর্জন করা এবং যেগুলো ভালো সেগুলো গ্রহণ করা। যেগুলো নিরপেক্ষ সেগুলোতে প্রতিবাদ করার দরকার নেই। কেউ যদি প্রমাণ দিতে পারে যে টাই ক্রসের প্রতীক তাহলে সেটা পরিধান করা যাবে না। শরিয়ত মুসলমানদের এ অনুমতি দিয়েছে যে, মসিলিমরা এমন পোশাক পরতে পারবে যা শরিয়তের সীমার বাইরে যায় না। কিন্তু যেগুলো ইসলামি শরিয়তের বিপরীতে দাঁড়ায় সেগুলো পরিধান করা যাবে না। যেমন ঃ হাফপ্যান্ট, শর্টস ইত্যাদি। এগুলো যদিও পশ্চিমা সংস্কৃতির পোশাক, কিন্তু শরিয়তের সীমালঙ্ঘন হওয়ায় এগুলো পরার অনুমতি নেই।

খ্রিষ্টানরা গাড়ি আবিষ্কার করেছে। তাই বলে কি আমরা তাদের আবিষ্কৃত গাড়িতে চড়ব না?

সুতরাং টাই পরার অনুমতি আছে। কারণ এটা খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় প্রতীক নয়।

প্রশ্ন ঃ জনৈক প্রশ্নকারী ঃ কিছু মুসলমান আছে, যারা এ অজুহাতে মাথায় টুপি এবং মুখে দাড়ি রাখেন না যে, তাদের হয়ত বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অনৈসলামিক কাজ (যেমন ঃ ঘুষ দেয়া, মিথ্যা বলা) করতে হতে পারে। তাদের যুক্তি হল এক্ষেত্রে তারা যদি মুসলিম হিসেবে সনাক্ত হয় তাহলে ইসলামেরই বদনাম হবে। এসব ব্যক্তির ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ মুসলমানদের মধ্যে দু' রকম মানুষ দেখা যায়। এদের একদল হতাশাবাদী এবং আরেক দল আশাবাদী। হতাশাবাদীরা সব সময় নেগেটিভ চিন্তা করে। তারা ইসলামের লেবাস পরতে চায় না এই ভেবে যে, হয়ত কোন সময় তাদের অনৈসলামিক কাজ করতে হতে পারে, যেমন ঃ ঘুষ খাওয়া, কাউকে ঠকানো,

মিথ্যে কথা বলা। আর তখন ইসলামের বদনাম করতে চায় না। কিন্তু এমনও হতে পারে যে ইসলামি লেবেল লাগানোর কারণে কোন লোক সুযোগ পেয়েও নিজের লেবেলের দিকে তাকিয়ে উক্ত অনৈসলামিক কাজগুলো থেকে বিরত থাকবে। এতে করে ঐ লোক দুনিয়ায় কোন উপকার থেকে হয়ত বঞ্চিত হতে পারে, কিন্তু পরকালে এর বিনিময় পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। পবিত্র কোরআনে সূরা ইসরার ৮১ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ـ

অর্থ : সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসৃত। সত্যের সামনে মিথ্যা বিলুপ্ত হতে বাধ্য।

সুতরাং আমাদের আশাবাদী হতে হবে। যেসব লোক আশংকা করেন যে, তাদের অনৈসলামিক কাজ করতে হতে পারে এবং এ অবস্থায় তাদের ইসলামি লেবেল থাকলে ইসলামেরই বদনাম হবে, তাদের উচিত হতাশাবাদী না হয়ে আশাবাদী হওয়া। সেক্ষেত্রে তারা আরও ভাল মুসলিম হতে পারবেন।

প্রশ্ন : ফুরকান আহমেদ : আমি একটি কোম্পানিতে কাজ করি যেখানে হিন্দু ও জৈন ধর্মাবলম্বী লোকের সংখ্যা বেশি। আমি দেখেছি যেসব মুসলমান দাড়ি রাখে ও টুপি পরে তাদেরকে তারা অন্যভাবে দেখে। ফলে দাড়ি না রাখলে এবং টুপি না থাকলে তাদের সাথে মেশা এবং তাদেরকে ইসলাম বুঝানো সহজ হয়। আমি জানতে চাই যে, ইসলাম প্রচারের জন্য মাথায় টুপি এবং দাড়ি কি বাদ দিতে পারি?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক : সূরা নাহলের ১২৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ـ

অর্থ : মানুষকে তোমার প্রতিপালকের দিকে ডাক হিকমতের সাথে। সৎ উপদেশ দ্বারা তাদের সাথে তর্ক কর এবং তাদেরকে যুক্তি পেশ কর উত্তম ও গ্রহণযোগ্য পন্থায়।

সুতরাং ইসলামের দাওয়াত হিকমতসহকারে উপস্থাপন করা গেলে টুপি এবং দাড়ি কোন সমস্যা নয়। বরং টুপি পরলে এবং দাড়ি রাখলে অমুসলিমদের কাছে দাওয়াত পেশ করা সহজ হয়। টুপি পরলে এবং দাড়ি রাখলে দাওয়াত দেয়া কঠিন হয়– এ ধরনের চিন্তা ভাবনা ভুল এবং এটি হীনমন্যতার পরিচায়ক। যদি কেউ মানে যে ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম তাহলে তার মুসলিম হিসেবে পরিচয় দিতে ভয় পাওয়ার কথা নয়। একদিকে আপনি নিজেই ইসলামের লেবেলগুলো পরছেন না তথা নিজেকে মুসলিম পরিচয় দিতে ভয় পাচ্ছেন, অন্যদিকে সেই ইসলামের দিকেই মানুষকে ডাকছেন। এটা প্রতারণার শামিল। একটি উদাহরণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। ধরা যাক, একজন বৃদ্ধ যার এক পা কবরে চলে গেছে বলা যায়। সে যদি বলে যে, তার কাছে এমন যাদুর পানি আছে, খেলে শক্তি বাড়বে, একশত বছর বেশি হায়াত পাবে এবং এই কথা বলে সে প্রতি বোতল পানি একশ টাকা দরে বিক্রি করতে চায়, আপনি কি সেই পানি কিনবেন? কখনই না। কারণ আপনার মনে প্রশ্ন জাগবে যে, ঐ যাদুর পানিতে যদি এতই শক্তি থাকে তাহলে তিনি-ই কেন আগে তা গ্রহণ করছেন না। সুতরাং লোকটি ব্যবসার উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বলছে।

অতএব, কোন মুসলিম যদি দাড়ি না রাখে এবং টুপি না পরে ইসলামের পক্ষে কথা বলে, তাহলে তো সে বরং ঐ অমুসলিমদের ভুল দৃষ্টিভঙ্গিকেই সত্য বলে প্রমাণ করল। বরং সে এক ধরনের প্রতারণা ও মিথ্যাচারের আশ্রয় নিল।

মাথায় টুপি পরলে এবং দাড়ি রাখলে নিশ্চয়ই মানুষের স্বভাব বদলে যায় না। সুতরাং আপনি দাড়ি রাখুন ও মাথায় টুপি দিন এবং হিকমত সহকারে দাওয়াত দিন, এতে আপনার কাজ আরও সহজ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ জনৈক প্রশ্নকারী মহিলা ঃ হিন্দু কেউ মারা গেলে "ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" বলা যাবে কি না?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' কোরআনের একটি আয়াত। এর অর্থ 'নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর নিকট থেকেই এসেছি এবং তাঁর দিকেই আমাদের ফিরে যেতে হবে।' মুসলিমদের মত অমুসলিমদের ক্ষেত্রেও এ কথাটা প্রযোজ্য। অমুসলিমরাও আল্লাহর কাছ থেকেই এসেছে এবং তাদেরকেও আল্লাহর কাছে ফিরে যেত হবে। এমনকি সে যদি মুশরিকও হয় তার বেলাও প্রযোজ্য। সুতরাং অমুসলিম কেউ মারা গেলেও এই দোয়াটা পড়া যাবে। তবে কোন মুশরিক মারা গেলে তাদের জন্য এই বলে দোয়া করা যাবে না যে, 'হে আল্লাহ্! তাকে জান্নাতে দাখিল কর।' পবিত্র কোরআনের সূরা নিসার ১১৬ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহর কেবল শিরকের গুনাহ ক্ষমা করেন না। সুতরাং কেউ মুশরিক অবস্থায় মারা গেলে আল্লাহর কাছে তার ক্ষমার জন্য দোয়া করা যাবে না। তবে কেউ যদি মুশরিক থেকে অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করে মারা যায় তাহলে তার ব্যাপার আলাদা।

অনেকে মনে করেন, 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' কেবল কেউ মারা গেলেই পড়তে হয়। এমনটা মনে করা ভুল। বরং যেকোন অপ্রীতিকর বা খারাপ ঘটনা ঘটলেই এ দোয়াটা পড়া যেতে পারে। যেমন ঃ কেউ যদি দুর্ঘটনার শিকার হয়।

প্রশ্ন ৭. ফিরোজ ঃ অনেক মুসলিম মেয়ে আছে যারা বাসা থেকে বোরকা পরে বের হয় এবং কলেজের গেটে পৌঁছে বোরকা খুলে ফেলে। তারা জিন্স টিশার্ট ইত্যাদি পরা থাকে। তারা ছেলেদের সাথে যেমন ভাবে মেলামেশা করে তাদেরকে খারাপ চরিত্রের মেয়ে বলা হয়। এজন্য কিছু লোক ভাবে যে, যারা বোরকা পরে তারা সবাই খারাপ চরিত্রের মেয়ে। আর এ কারণে যারা প্রকৃতপক্ষেই পর্দার জন্য বোরকা পরে তারা অসুবিধার সম্মুখীন হয়। এছাড়াও এমনও কিছু মেয়ে যারা অমুসলিম, কিন্তু তারা বোরকা পরে বয়ফ্রেন্ডদের সাথে ঘুরে বেড়ানোর সময় নিজেদের লুকানোর জন্য। এ ধরনের মেয়েদের সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কী?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ মুসলিম মহিলাদের গায়রে মোহাররম পুরুষ তথা পরপুরুষের সামনে হিজাব পালন করা বা পর্দা করা ফরজ। যদি কোন মেয়ে বোরকা পরে এমন কলেজে যায়, যেটা শুধু মেয়েদের কলেজ, সেক্ষেত্রে তারা ভেতরে গিয়ে বোরকা খুলে রাখতে পারে। তবে যেসব কলেজে সহশিক্ষা চালু আছে অর্থাৎ যেখানে ছেলে ও মেয়ে একসাথে পড়ালেখা করে সেসব কলেজে এ ধরনের কাজ অনুমোদিত নয়। যদি এ ধরনের কাজ করে তার মানে এ নয় যে বোরকাটাই সমস্যা বরং সমস্যা হচ্ছে বোরকা পরিহিতার। সুতরাং এ ধরনের কাজ করলে কোন মুসলিম মহিলাই আর বোরকা পরবে না এ ধরনের চিন্তাভাবনা অযৌক্তিক।

প্রত্যেক সমাজে কিছু কুলাঙ্গার থাকে, এদের দেখে কেউ যদি ভাবে যে, যেহেতু এরা বোরকা পরেও খারাপ কাজ করছে, তাই আমি বোরকাই পরব না, এ ধরনের চিন্তা ভাবনা হবে একেবারেই ভুল। যেমন ঃ একজন লোক গাড়ির দোকানে গিয়েছে গাড়ি কিনতে। সে মার্সিডিজ বেন্জ-এর সর্বশেষ মডেলের একটি গাড়ি দেখে গাড়িটি পরীক্ষা করতে চাইল এবং এমন একজন ড্রাইভারকে গাড়িটির ড্রাইভিং সিটে বসালো যে গাড়ি চালাতে জানে না। এ অবস্থায় ঐ গাড়িটি যদি না চলে, তাহলে কি গাড়ির দোষ হবে নাকি ড্রাইভারের?

সুতরাং কেউ যদি বলে, যে আমি বোরকা পরব না, কারণ কিছু মেয়ে ছেলেদের সাথে মেলামেশা করে এবং সুযোগ সুবিধা নেয়, এটা ঠিক হবে না যে, ড্রাইভার গাড়ি চালাতে পারে না বলে, মার্সিডিজ একটা বাজে গাড়ি। হিটলার একজন খ্রিস্টান বলে সকল খ্রিষ্টানকে ঘৃণা করব? কখনই না। কারণ হিটলার একটি খারাপ দৃষ্টান্ত। সুতরাং যদি কোন মেয়ে এই কাজ করে, সেক্ষেত্রে অন্য মেয়েদের এভাবে চিন্তা করা উচিত হবে যে, কিছু মেয়ে

বোরকা পরে ইসলামের নামে বদনাম ছড়াচ্ছে, তাই আমরাও বোরকা পরব এবং প্রমাণ করে দেব যে, মুসলিম মহিলারা ভাল।

যেসব মেয়েরা না জেনে এ ধরনের বাজে আচরণ করছে এবং যাদের চরিত্রগত দুর্বলতা আছে আমরা তাদের জানাব এবং হিকমাতসহকারে তাদের সংশোধন করার চেষ্টা করব।

কিছু অমুসলিম মেয়ে আছে যারা বোরকা পরে নিজেদের লুকিয়ে রাখার জন্য। তাদের জন্য হেদায়াতের দোয়া করা উচিত। তারা খারাপ কাজ করার জন্য যদি বোরকা পরে তাহলে আমরা তাদের বুঝাতে পারি যে তাদের উদ্দেশ্য ভুল এবং বোরকার উদ্দেশ্য হল শালীনতা বজায় রাখা। কিন্তু তাদের তো এ কথা বলতে পারি না যে বোরকা পরা ভুল। আর মুসলমানদের কাছে হিজাব পালনের প্রয়োজনীয়তা ও কারণ সম্পর্কে প্রচার করা উচিত।

প্রশ্ন : জনৈক নওমুসলিম : ইসলামে ধূমপান এবং পান খাওয়া অনুমোদিত কি না?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক : ইসলামে ধূমপান অনুমোদিত কি-না এ ব্যাপারে আলেমগণ বিভিন্ন ফতোয়া দিয়েছে। পূর্ববর্তী আলেমরা সে সময়ের জ্ঞানের আলোকে বলেছিলেন, ধূমপান মাকরূহ। এখন বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে আলেমদের মতামতেও পরিবর্তিত এসেছে। কেননা সূরা বাকারার ১৯৫ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে,

وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۔

অর্থ : তোমরা তোমাদের নিজেদের হাতে নিজেদের ধ্বংসের মুখে পতিত করো না।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যানে দেখা যায়, প্রতি বছর ১০ লাখের বেশি মানুষ মারা যায় ধূমপানের কারণে। যারা ফুসফুসের ক্যান্সারে মারা যায়, তাদের মধ্যে ৯০% মারা যায় ধূমপান করার কারণে। যারা ব্রংকাইটিসে মারা যায় তার ৭০%, হৃদরোগের কারণে যারা মারা যায় তার ২০%-এর কারণ হল ধূমপান। এ ধূমপান ধীরে ধীরে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। সিগারেটের মধ্যে থাকে ক্ষতিকর নিকোটিন এবং টরে। সিগারেট পানে শুধু ধূমপায়ী নিজের ক্ষতি করে না বরং তার আশপাশের লোকদেরও ক্ষতি করে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, চেইন স্মোকারদের স্ত্রীদের ফুসফুসে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কারণ একটিভ স্মোকিং তো ক্ষতিকর বটেই প্যাসিভ স্মোকিং আরও বেশি ক্ষতিকর। প্যাসিভ স্মোকিং-এর ধূমপায়ীর ধোঁয়াটা আরেক জনের ফুসফুসে প্রবেশ করে।

ধূমপান করলে ধূমপানীয় ঠোঁট, দাঁতের মাড়ি, আঙুল কালো হয়ে যায়। গলায় ঘা হয়, পেপটিক আলসার হয়, কোষ্ঠকাঠিন্য হয়, যৌনশক্তি কমে যায়, ক্ষুধা মন্দা হয়, স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায়। এমনকি স্মৃতি-শক্তিও কমে যায়। এসব গবেষণার ওপর ভিত্তি করে বর্তমানে আলেমরা ৪০০-এর বেশি ফতোয়া দিয়েছেন যে, ধূমপান করা হারাম। তাই, এটা কারও ভালো লাগুক বা না লাগুক, ইসলামে এটার অনুমতি নেই।

আর পান খাওয়ার ব্যাপারে কথা হল, পানে তামাক থাকলে তা হারাম এবং তামাক না থাকলে খাওয়ার অনুমতি আছে।

অর্থাৎ ইসলামে যেকোনভাবে তামাক নেয়াটাই নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন : যুবায়ের : হাদীস থেকে জানা যায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাড়ি এক মুঠোর চেয়ে একটু বড় ছিল। প্রশ্ন হল, দাড়ি কতটুকু রাখতে হবে?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক : আমাদের প্রিয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ হল বিধর্মী তথা মুশরিকরা যা করে মুসলমানরা তার বিপরীত কাজ করবে। মুখে দাড়ি রাখবে এবং গোঁফ ছোট

করবে। নবীজির এই নির্দেশ বিস্তারিত জানা যায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবীদের জীবনী থেকে। বুখারী শরীফের ৭ নং খণ্ডের পোশাক অধ্যায়ে (৬০নং অধ্যায়) ৭৮০ নং হাদীসে বলা হয়েছে,

'নাফি (রা) ইবনে ওমর (রা)-কে বর্ণনা করেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, পৌত্তলিকরা যা করে তার বিপরীত কর, মুখে দাড়ি রাখ আর গোফ ছোট কর।'

এছাড়াও আরও বলা হয়েছে, ইবনে ওমর (রা) হজ্জ ও ওমরা পালনের পরে হাতের মুঠো দিয়ে দাড়ি ধরে বাড়তি অংশটুকু কেটে ফেলতেন। আর সাহাবিগণই জানতেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি করতেন। সুতরাং কেউ সাহাবিগণকে অনুসরণ করেন সেটা উত্তম।

এখান থেকে জানা গেল যে, দাড়ি বড় করলেও একটা সীমা আছে। আর তা হল মুঠোর নিচেরটুকু কেটে ফেলতে হবে। এমন দশটিরও বেশি হাদীস থেকে জানা যায় যে, সাহাবিগণ এভাবে দাড়ি রাখতেন।

বুখারী শরীফের ৭নং খণ্ডের পোশাক অধ্যায়ের (৬০নং) ৭৮০ নং হাদীসে আছে, 'ইবনে ওমর (রা) বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা দাড়ি রাখ এবং গোঁফ ছোট করে কাট।

এসব হাদীস থেকে দেখা যায় যে, প্রথম শর্ত দাড়ি রাখা হল ফরজ। এরপর অধিক তাকওয়া অর্জন করতে হলে সাহাবীদের অনুসরণে দাড়ি রাখতে হবে। এছাড়াও গোঁফ ছোট রাখতে হবে। সহীহ্ হাদীসের গ্রন্থাবলি অনুসারে সাহাবীরা এমনভাবে গোঁফ ছোট রাখতেন যেন ওপরের ঠোঁটের চামড়া দেখা যায়। তাকওয়া বেশি অর্জন করতে চাইলে আরও ছোট করা যাবে। আর গোঁফ বড় করলে কোন কিছু খাওয়া বা পান করার সময় গোঁফে লাগতে পারে, যেটা অস্বাস্থ্যকর।

অতএব, প্রথমে মুখে দাড়ি রাখতে হবে এবং গোঁফ ছোট করতে হবে।

প্রশ্ন : অনেক প্রশ্নকারী : বাবা, ভাই বা স্বামীর পক্ষে এ অনুমতি আছে কি যে, মেয়ে, বোন বা স্ত্রীকে পর্দা করতে বাধ্য করবে, যদি তারা পর্দা করতে না চায়?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক : প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব হল, কাছের মানুষদের মধ্যে ইস্‌লাহ তথা সংশোধনের প্রচেষ্টা চালানো। প্রথমত, হেকমতসহকারে বোঝানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে, তাদেরকে কোরআনের আয়াত দিয়ে, যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে যে, হিজাব পালন করা উচিত। এ পদ্ধতিতে যদি কাজ না হয়, জোর করে বাধ্য করা যেতে পারে। যেমন : বাবা মেয়েকে বলতে পারে যে, হিজাব না পরলে কলেজে যাওয়ার টাকা দেব না। এভাবে অর্থনৈতিকভাবে বাধ্য করা যেতে পারে।

ফরজ কাজের ব্যাপারে জোর চালানোর অনুমতি আছে তবে এক্ষেত্রে সীমাও আছে। যেমন : নামাজ পড়া ফরজ। এটার ব্যাপারে সীমার মধ্যে থেকে জোর করা যেতে পারে। একইভাবে হিজাবের ব্যাপারেও স্বামী স্ত্রীকে বলতে পারে যে, তুমি হিজাব পালন না করলে আমি তোমাকে ওটা দেব না। তবে বাধ্য করার পূর্বে অবশ্যই হিকমত ও সদুপদেশ দিয়ে বুঝাতে হবে। এরপরও কাজ না হলে সীমার মধ্যে থেকে বাধ্য করার অনুমতি আছে।

অনেকে মনে করেন, স্বামী শুধু স্ত্রীর ব্যাপারে জোর খাটাতে পারে। স্ত্রী কেন স্বামীর ওপর জোর খাটাতে পারবে না? স্ত্রীদেরও উচিত স্বামীদের ওপর জোর খাটানো যেন তারা ভাল মুসলিম হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে কেউ একজন ভুল পথে থাকলে অপরজনের সে ভুলটা ভাঙতে হবে। কারণ পবিত্র কোরআনের সূরা বাকারার ১৮৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে, هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ.

অর্থ : তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক।

অর্থাৎ স্বামী এবং স্ত্রী পরস্পরের পোশাক বা পরিচ্ছদের মত। তাই এটা দেখতে হবে যেন দুজনেই সত্য ও সরল পথে থাকে।

প্রশ্ন : সৈয়দ সাহাব আলী : টুপি পরা ও দাড়ি রাখার বৈজ্ঞানিক উপকারিতা সম্পর্কে কিছু বলবেন কি?

উত্তর ডা. জাকির নায়েক : টুপি পরার একটি উপকারিতা হল, আপনি সূর্যের তাপ থেকে রক্ষা পাবেন। এছাড়াও শিশির বা বৃষ্টির পানি আপনার মাথায় পরবে না; এতে আপনি ঠাণ্ডা লাগা থেকে রক্ষা পাবেন।

দাড়ির উপকারিতা হল, যারা দাড়ি রাখে তাদের শরীরের উপরের অংশে ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। যেমন : ফুসফুসের ইনফেকশন, গলার ঘা ইত্যাদি। কারণ দাড়ি রাখলে তা নিয়মিত পরিষ্কার করতে হয়। সুতরাং যে দাড়ি রাখে এবং দৈনিক পাঁচ বার নামাজ পড়তে গিয়ে পাঁচ বার ওযু করে তাদের শরীরের উপরের অংশে ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম থাকে। এছাড়াও দাড়ি রাখলে মুখের চামড়ায় ক্যান্সার হয় না।

প্রশ্ন : মোঃ রফিক : প্যান্ট কি গোড়ালির উপরে পরতেই হবে? আর এটা কি একটা লেবেল?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক : সহীহ্ বুখারীর ৭নং খণ্ডের পোশাক অধ্যায়ের (৪নং অধ্যায়) ৬৭৮ নং হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, আমাদের নবীজি বলেছেন যে, পুরুষদের প্যান্টের যে অংশ গোড়ালির নিচে ঝুলানো থাকে, সে অংশটা জাহান্নামে যাবে। এছাড়া বুখারীর ৫নং অধ্যায়ের ৬৭৯-৬৮৩ পর্যন্ত হাদীসগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে লোক বেপরোয়াভাবে চলাফেরা করে, এবং যার প্যান্ট টাখনুর নিচে মাটিতে ঝুলানো থাকে আল্লাহ পাক তাকে অভিশাপ দেবেন।

সুতরাং আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা মতে গোড়ালির নিচে যায় এমন প্যান্ট পরা যাবে না।

এখন প্রশ্ন হল এটা লেবেল কি– না? উত্তর হল, এটা লেবেলর-ই অংশ। তবে তা টুপি অথবা দাড়ির মত স্পষ্ট লেবেল না, কারণ প্যান্টের দিকে আমরা তাকিয়ে থাকি না। সুতরাং যাদের খোদাভীতি বেশি এবং যারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ করতে চান, তাদের উচিত গোড়ালি উপরে প্যান্ট পরা।

প্রশ্ন : জনৈক মহিলা : অমুসলিম কেউ ইসলামে দিক্ষীত হলে নাম বদলানো কি বাধ্যতামূলক?

উত্তর ডা. জাকির নায়েক : আলোচনায় বলা হয়েছিল যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারও পদবী বদলাতে বলেন নি। কারণ পদবীগুলো তাদের বংশের পরিচয় বহন করে। সে কোন অঞ্চল থেকে এসেছে তাও বুঝা যায়। আর নামের ক্ষেত্রে, নামের প্রথম অংশে যদি শিরক করার মত কিছু থাকে তাহলে তার নামটা বদলানো উচিত। যেমন : কারও নাম রাম বা লক্ষণ। এ নামের দেবতাগুলোকে অমুসলিমরা পূজা করে। এর মধ্যে শিরকের উপাদান রয়েছে। সুতরাং এমন নাম থাকলে তা বদলানো উচিত। এ শর্ত ছাড়া পূর্ববর্তী নামটা রাখাও যেতে পারে আবার বদলানোও যেতে পারে।

আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কোন ক্ষেত্রে নাম বদলান নি শুধু নামে শিরকের উপাদান থাকলে তা বদলে গিয়েছেন। বিখ্যাত সাহাবি হযরত আবুহুরায়রার নাম ছিল আবদে শামস ও আব্দুল উয্যা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নাম বদলে রাখলেন আব্দুর রহমান। আসওয়াদ বদলে আবইয়ায রাখেন। অনুরূপ আবুল হারেস, বাররা আছিয়াহ নাম পরিবর্তন করে অন্য নাম দিলেন। সুতরাং মুসলমান হলে ইসলামি নাম হওয়া আবশ্যিক।